কুষ্টিয়া দিশার আয়োজনে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস

কুষ্টিয়া জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার মশিউর রহমান বলেছেন, জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, নিরাপদ খাদ্যের জন্য খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষে দিশা কর্তৃক আয়োজিত পোড়াদহ এরিয়া অফিসে র্যালি ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণের কারণে দেহে ক্যান্সার, কিডনি রোগসহ নানারকম মরণব্যাধি বাসা বাঁধে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ, খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারি বৃদ্ধি এবং নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বেগবান করতে হবে।

দিশা’র সমন্বিত কৃষি ইউনিটের পরিচালক আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আনিসুর রহমান, দিশা’র সমন্বিত কৃষি ইউনিটের প্রধান এমবাপ্পে, কৃষিবীদ জিল্লুর রহমান, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা শীতল হোসাইন, মৎস্য কর্মকর্তা আবদুল আলীম, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক প্রমুখ।

সমন্বিত কৃষি ইউনিট, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পরে সমিতির সদস্যদের মাঝে রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। এরআগে “নিরাপদ খাদ্য, সমৃদ্ধ জাতি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি ” প্রতিপাদ্য নিয়ে বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয়।

মিরপুরে দিশা’র উদ্যোগে তামাকের বিকল্প ফসলের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ার মিরপুরে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদনে কৃষকদের নিয়ে দিশা’র মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের তাঁতীবন্দ এলাকায় এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ও স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা ‘দিশা’র সমম্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত উদ্যোগে মিরপুরে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

‘দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা’র কারিগরী কর্মকর্তা কৃষিবীদ জিল্লুর রহমান, দিশা কৃষি অফিসের মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক, শীতল হোসাইন, সহকারী প্রাণিসম্পদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মিলন, সাবেক মেম্বার আশাদুল ইসলাম ভুট্টোসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ ও কৃষি/কৃষাণীরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, দিশা’র উদ্যোগে কয়েক বছর ধরে মিরপুর উপজেলায় বেশকিছু এলাকায় তামাকের পরির্বতে সরিষা, শস্য ও তৈলবীজ জাতীয় ফসল ও তরমুজসহ বিভিন্ন ফল বাগানে ও সবজি উৎপাদনে চাষবাদ করেছেন কৃষকেরা। আমার আশা একদিন তামাক চাষিরা তামাক চাষ ছেড়ে ফসল উৎপাদনে চলে আসবে। মাঠ দিবসে স্থানীয় কয়েক শত কৃষক কৃষাণী অংশগ্রহন করেন ।

এসিল্যান্ড দবির উদ্দিন বদলে দিলেন কুষ্টিয়া ভূমি অফিসের সেবার চিত্র

হয়রানি অথবা সময় বাঁচানোর কথা বলে প্রায়ই তৃতীয় পক্ষ হিসেবে বিভিন্ন দালালের কাছে নিজের জমির বিষয়াদি গছিয়ে দিই। ফলশ্রুতিতে নিজের জমির কোনো ত্রুটি থাকলে সেটা জানা সম্ভব হয়না এবং জমি বিষয়ে সবসময়ই অজানা থেকে যায়। অজ্ঞতার এ দুষ্টুচক্র থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই নিজের জমির বিষয়ে যথাসম্ভব নিজে কার্যক্রম সম্পাদনের চেষ্টা করতে সকল ভুমি মালিককে অনুরোধ জানিয়েছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) দবির উদ্দিন।

তিনি জানান, দালালেরা সবসময় অপপ্রচার করে যে টাকা ছাড়া কাজ হয় না ফাইল আটকে থাকে। এই অপপ্রচার না করলে তাদের অবৈধ আয় বন্ধ হয়ে যাবে। যেকোনো অপপ্রচার সম্পর্কে সচেতন হতে এবং হয়রানি বন্ধে যেকোন অভিযোগ থাকলে সরাসরি তিনি এসিল্যান্ডকে জানাতে তার মোবাইলে ০১৭৩০৪৭৩৬৩২) নাম্বারে যোগাযোগ করতেও অনুরোধ করেন তিনি।

সংশ্লিষ্টসুত্রে জানা যায়, ভূমি একজন মানুষের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। মানুষ তার সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে একখন্ড ভূমি কিনে সেই ভূমির প্রশাসনিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যদি যোগ্য হাতে না পড়ে তবেই বাড়ে জনভোগান্তি। ভূমি অফিসগুলোর দীর্ঘ দিনের জীর্ণতা আর দৈন্যতাকে পিছনে ঝেরে ফেলে নতুন উদ্যোমে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও অফিস সিষ্টেম সংস্কারের ব্রত নিয়েই কাজ করে চলেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) দবির উদ্দিন। ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন এই কর্মকর্তার কাছে সেবা প্রত্যাশীরা অনেক বেশি খুশী।

আমাদের দেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে জনগণের অভাব-অভিযোগই কেবল শোনা যায় নিত্য। তবে তাদের মাঝে ব্যতিক্রমও পাওয়া যায়। যারা নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে জনগণের আস্থা ও প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠেন। হয়রানি থেকে মুক্তি দেন মানুষকে। নিজের সরকারি দপ্তরকে করে তোলেছেন জনবান্ধব।

যেখানে ভূমি অফিস মানেই ভোগান্তি, টাকার ছড়াছড়ি। সাধারণ মানুষের

হয়রানি আর অসহায়তার জায়গা। সেখানে একটি স্বচ্ছ, ঘুষবিহীন ও জবাবদিহিতামূলক সেবাকার্যক্রম পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন দবির উদ্দিন। তার নেতৃত্বে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সব নৈরাজ্য দূর হয়ে সেখানে তৈরি হয়েছে আস্থার পরিবেশ।

বর্তমান এসিল্যান্ড যোগদানের পর থেকে তার ইতিবাচক মনোভাবের কারণে উপজেলা ভূমি অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব দেখা গেছে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রয়েছে অভিযোগ বক্স ও নিয়মিত তদারকি ব্যাবস্থা এবং সরাসরি অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত সমস্যা সমাধানকরন কার্যক্রম। তাছাড়া এসিল্যান্ড অফিসে অফিসের সুন্দরয্য বধার্য়ন, সিটিজেন চার্টার ও জনসচেতনামূলক বিভিন্ন লিফলেটসহ নানা কার্যক্রম দেখা গেছে। ভুমি সেবায় খুলনা বিভাগের মধ্যে সেরা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি)’র হিসেবে পুরষ্কার লাভ করেন।

জানা যায়, এই এসিল্যান্ড দবির উদ্দিনের নেতৃত্বে উপজেলার বেদখলকৃত সরকারি জমি উদ্ধার হয়েছে। মিসকসে (নামজারি জমাভাগ খারিজ সংক্রান্ত) মামলা শুনানির মাধ্যমে খুব কম সময়ে নিষ্পত্তি করেন। সরকারি খাস জমি, খাস পুকুর রক্ষায়,বাল্যবিবাহ বন্ধ করনে সবসময় তৎপর রয়েছেন। তিনি যোগদানের পর থেকে ভূমি অফিসকে দালালমুক্ত করে গতিশীল করেছেন।

এছাড়া এই কর্মকর্তা জমিসংক্রান্ত সব ধরনের সেবাগ্রহিতার অধিকার নিশ্চিত করে সবার কাছে ভূমি অফিসকে সহজ, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলেছেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অবৈধ বালু উত্তোলনসহ ভেজালবিরোধী অভিযান গতিশীল করেছেন। জনগণের সেবা প্রাপ্তির বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেন। অফিসের নথি ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিসহ জনগণের সেবা প্রাপ্তির বিষয়টিকে বেশি সমৃদ্ধ করেছেন।

অফিস টাইম সকাল ৯টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আগত ভূমি মালিকদের সমস্যা আন্তরিকতার সাথে শুনে তাৎক্ষনিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করেন। পাশাপাশি সপ্তাহে একদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ও গণশুনানী নিয়ে তাৎক্ষনিক প্রতিকারের চেষ্টা করেন। এমন অসংখ্য ভালো কাজ করে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন এ ভূমি কর্মকর্তা।

এরই মধ্যে উপজেলার এই সহকারী কমিশনার (ভূমি) এখানে সবার কাছে প্রিয় কর্মকর্তা হয়ে উঠেছেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উপজেলা

ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কঠোর নজরদারি ও দিক নির্দেশনায় ভূমি অফিসের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সরকারি জমি রক্ষার ব্যাপারেও জেলা প্রশাসক মহোদয় আমাদেরকে দায়িত্বে সাথে ভূমিকা রাখার তাগিদ দিয়ে থাকেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমানে সেবাগ্রহিতাগণ তাদের ভূমির নামজারির শুনানী ও নিষ্পত্তির তারিখ ও সর্বশেষ অবস্থা জানতে আমাদের এই অফিসে এসে ঘুরাঘুরি করতে হয় না। মোবাইল ফোনে ম্যাসেজে বা অনেক ক্ষেত্রে কল করেও জানিয়ে দেয়া হয়। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কাজগুলোও মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

এরআগে তিনি মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কুষ্টিয়ার বোরো হাইব্রিড ধানের সমলয় চাষাবাদের উদ্বোধন

কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলায় বোরো হাইব্রিড ধানের সমলয় চাষাবাদের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল দুপুরে উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে কুমারখালী উপজেলার আলাউদ্দিন নগর মাঠে রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বোরো ধানের সমলয় চাষাবাদ-এর যান্ত্রিকী বোরো ধানের চারা রোপন শুভ উদ্বোধন করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশে চাষযোগ্য জমি দিন দিন কমছে এবং লোকসংখ্যা বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে হাইব্রিড ধান চাষের বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, হাইব্রিড ধান উৎপাদন পদ্ধতি উফশী ধানচাষ পদ্ধতির মতোই; তবে হাইব্রিড ধানচাষের ক্ষেত্রে বীজতলার জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. হায়াত মাহমুদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বিতান কুমার মন্ডল, সিমিট বাংলাদেশ (ফরিদপুর) ফিল্ড অফিস কো-অর্ডিনেটর কৃষিবিদ মোহাঃ জাকারিয়া হাসান।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তররের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান সহ প্রগতিশীল কৃষক মোঃ হাফিজুর রহমান (লিয়াকত) বক্তব্য রাখেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’ বা চারা রোপণের যন্ত্র দিনে এক ঘণ্টায় ৩০জন কৃষকের সারা দিনের কাজ শেষ করা যাবে। এতে কৃষকের সময় ও শ্রম সাশ্রয় হবে, কৃষি উৎপাদনও বেশি হবে।

কুষ্টিয়ায় জাগ্রত সাহিত্য পরিষদের আয়োজনে ‘সফল যারা কেমন তাঁরা’ আড্ডা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় জাগ্রত সাহিত্য পরিষদের আয়োজনে সফল যারা কেমন তাঁরা শীর্ষক আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে জেলা শিল্পকলা একাডেমি কনফারেন্স রুমে এ আড্ডায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাগ্রত মহানায়ক শিহাব রিফাত আলম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, গুনী হতে কোন বয়স লাগে না। সমাজের জন্য কাজ করলেই কেবল গুনী হওয়া যায়। ‘যারা সমাজের জন্য,

জাতির জন্য ও দেশের জন্য অবদান রাখেন, তাদের সম্মান করা, গুণিজনের সম্মান করাটাও আমি মনে করি আমাদের কর্তব্য।’ আজকের এই অনুষ্ঠানে অনেক গুনী ব্যাক্তিদের গল্প শুনে আমার অনেক ভালো লাগছে।

তিনি বলেন, মানুষের জন্ম হয় সফলতার জন্য, ব্যর্থতার জন্য নয়, তাই আমি মনে করি গুনি তো তারাই, যে পৃথিবী জয় করেছে সে কখনো কোন অযুহাত দেখায়নি। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান করতে না পারলে সমাজে গুণী ব্যক্তির সৃষ্টি হয় না। মানুষকে সম্মান করতে পারলেই কেবল সম্মান পাওয়া যায়। তাই মানুষের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ দেখাতেও অনুরোধ জানানো হয়।

তিনি বলেন, ব্যবসায়ীরা সেবা দেওয়ার মনোভাব নিয়ে হাসপাতাল তৈরী করে না। যদি তাই করতো তাহলে মানুষ সেখানে নির্বিঘ্নে সেবা পেতো। আমি চাই ধীরে ধীরে সেবার মনোভাব নিয়ে ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসুক। সাধারন মানুষের কল্যাণে কাজ করুক।

তিনি আরও বলেন, আমি মনে করি বাংলাদেশটা আমার। আমি বাংলাদেশকে নিয়ে গর্ব করি। ‘আপনারা আজকে এখানে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত, তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কারণ আপনারা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনাদের অবদান রয়েছে।’

জাগ্রত গ্রুপের চেয়ারম্যান জাগ্রত মহানায়ক শিহাব রিফাত আলম আরও বলেন, ‘এ দেশে চিন্তাবিদ, সাধক, দার্শনিকের জন্ম হয়েছে। গায়ক, কবিদের জন্ম হয়েছে; লোকসাহিত্যের জায়গা তৈরি হয়েছে। সৃজনশীল প্রতিভাব বিকাশে কাজ করছে জাগ্রত সাহিত্য পরিষদ। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের কল্যাণে জাগ্রত ব্যবসায়ীসহ মানবিক কর্মকান্ড, রক্তদান কর্মসূচী, অনাহারীদের খাবার বিতরণ সহ অলাভজনক ৮ টি সেবার কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। আমরা আমাদের সীমিত সার্মথ্য দিয়ে কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম জাতির সামনে তুলে ধরতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছি। আলোকিত দেশ গড়তে সবসময় আমরা এই জাগ্রত কাজ করে যাবে।

নজরুল একাডেমি কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি ও কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা পত্রিকার আবদুর রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক এসএম জামাল এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ

সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, জাগ্রত সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ভালোবাসার কুষ্টিয়ার চেয়ারম্যান হাসান টুটুল, সুইমিং ফেডারেশন এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, জাগ্রত ব্যবসায়ী জনতা কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম প্রচার সম্পাদক রাসেল মিয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম, জাগ্রত সাহিত্য পরিষদের প্রচার সম্পাদক মেজবাহ উল আলম নাসিম প্রমুখ।

আড্ডায় অংশ নিয়ে জীবনের গল্প বলেন, রক্তযোদ্ধা সাদিক হাসান রহিদ, তিন প্রজন্মের নাট্যভিনেতা শাহীন সরকার, সফল ফ্রিল্যান্সার অনিক মাহমুদ, জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, দেশসেরা সাঁতারু আমীরুল ইসলাম, পশুপাখি প্রেমী শাহাবুদ্দিন মিলন,,জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নাদিরা খানম, জেলার শ্রেষ্ঠ জয়ীতা নারী উদ্যোক্তা ঝর্ণা বেগম, ক্যান্সার সোসাইটির ফরিদুল ইসলাম, গনহত্যা বিষয়ক গবেষক ইমাম মেহেদী ও সমাজকর্মী কারশেদ আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষা, সাহিত্যে, সমাজসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় ১৫ জনকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় “স্নো হোয়াইট” ফুলকপির মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় এসিআই কর্তৃক বাজারজাতকৃত “স্নো হোয়াইট” ফুলকপির মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের আদর্শ কৃষক মোঃ জনি আহম্মেদের মাঠে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন,এসিআই সীডের রিজিওনাল ক্যাম্পেইন ম্যানেজার মোঃ জাকির হোসেন সরদার, এরিয়া সেলস ম্যানেজার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মার্কেটিং অফিসার মেহেদী হাসান এবং ব্রান্ড প্রোমোটার ফিরোজ আলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দসহ প্রায় শতাধিক আদর্শ কৃষক এবং রিটেইলার উপস্থাপন ছিলেন।

মাঠ দিবসে জানানো, ফুলকপি একটি উচ্চ মূল্যের ফসল। উক্ত এলাকার আদর্শ চাষী জনি আহম্মেদ বর্তমানে প্রত্যেক পিস ফুলকপি ৩৫- ৩৮ টাকা দরে বিক্রি করছেন। সেই হিসেবে,তার এক একর জমিতে ১০ হাজার ফুলকপি প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বিক্রি করতে পারবেন বলে জানান।

যেখানে চাষাবাদে ৬৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমান বাজার মূল্য ভালো থাকায় ৬০-৬৫ দিনে ১.৫- ২ কেজি ওজনে বিক্রি করছেন, তবে স্নো হোয়াইট ফুলকপি ৩-৪ কেজি ওজনের বেশি হয় বলে জানান। এতে উপস্থিত আদর্শ কৃষকগণ এই জাতটি আগামী মৌসুমে ব্যাপক হারে চাষাবাদ করতে আগ্রহী হন।

উপজেলা পর্যায়ে ৩টি খেলাতে চ্যাম্পিয়ন কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরী শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩-এ ব্যাডমিন্টন, ভলিবল এবং হ্যান্ডবল খেলায় কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মেয়েরা উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

আজ সিরাজুল ইসলাম মুসলিম হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে ব্যাডমিন্টন, ভলিবল এবং হ্যান্ডবল খেলায় উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

বিকেলে পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাধন কুমার বিশ্বাস।

এসময় ভেন্যু প্রধান সিরাজুল ইসলাম মুসলিম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নীলিমা বিশ্বাস, কলকাকলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জেবুন নেসা সবুজ, কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক আফরোজা আক্তার ডিউ সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের মেয়েরা এমন কৃতিত্ব লাভ করায় খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ মোজাম্মেল হক।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিয়েছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান ক্লাস নেন তিনি।

মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় আধাঘণ্টা ক্লাস নেন তিনি। এ সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষামূলক বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক।

ক্লাসে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, হৃদয় দিয়ে পড়তে হবে। প্রচণ্ড মন খারাপ হলে বই পড়বে। কাউকে কষ্ট দেবে না। কখনো হতাশ হবে না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যেটা ভালো লাগে না, সেটা করবে না। তোমরা চাইলেই দেশটা পরিবর্তন করে দিতে পারো। তাই পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, বড় লোক নয়, বড় মানুষ হও। আগামী প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষা দান, দেশ ও মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানসম্মত শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, আমরা যেমন আমাদের মাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি, তার প্রতি দায়িত্ব পালন করি। একইভাবে মাতৃভূমিকে মা হিসেবে দেখতে হবে। আর মানুষকে ভালোবাসতে পারলে সোনার মানুষ হওয়া সম্ভব হবে।

শিক্ষার্থী রাসেল হাসান বলে, ডিসি স্যারকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে আমরা আনন্দিত। তিনি আমাদের ক্লাস নেবেন কখনো কল্পনাও করিনি। স্যার অনেক সুন্দর ও সহজভাবে আমাদের সাধারণ জ্ঞান বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের লেখাপড়া শিখে বড় হওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন।

এছাড়াও তিনি মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, সদরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং মিরপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন।

মিরপুর উপজেলা (ভারপ্রাপ্ত) নির্বাহী কর্মকর্তা হারুন অর রশীদ বলেন, ডিসি স্যার গতকাল মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, সদরপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং মিরপুর পৌরসভা পরিদর্শন করেন। একই সাথে আকস্মিক আমলা সদরপুর উচ্চ বিদ্যালয় গিয়ে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। এরপর শিক্ষকদের সঙ্গে স্কুলের নানা বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। তার এ ধরনের উদ্যোগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে বলে মনে করেন এই শিক্ষক।

কুষ্টিয়ায় মেধা’র উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান

কুষ্টিয়ায় মেধা’র ব্যবস্থাপনায় মেধার সহায়তা প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে মেধা’র কার্যালয়ে ৫০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে এসব শিক্ষা উপকরণগুলো প্রদান করা হয়।

মেধা‘র সদস্য সচিব শামীম আহমেদের সভাপতিত্বে এসময় মেধা’র উপদেষ্টা কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. নবী নূর রহমান খান, ট্রেজারার মাহবুবুল আলম রতন, নির্বাহী সদস্য আব্দুল মান্নান বিদ্যৎ, মোহাম্মদ এহসান

আনোয়ারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ার মেধা একটি বাস্তবমুখি সামাজিক সংগঠন উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মেধা’র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. নবী নূর রহমান খান বলেন-সমাজের প্রতি তোমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। উপযুক্ত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ মাতৃকায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে দেশের একজন সুনাগরিকের ভুমিকা পালন করবা তবেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল হবে।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়ার মেধা একটি বাস্তবমুখি সামাজিক সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে যে সব কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে আসছে তা জেলার শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভুমিকা রেখে যাচ্ছে। মেধার মাধ্যমে এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে উপকৃত হয়ে আসছে যা আমাদের দেশের জন্য অনুকরনীয় হয়ে থাকবে

কুমারখালীতে ৮ ইটভাটার মালিককে ২০লক্ষ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৮টি ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত চর সাদিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালান উপজেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর।

অভিযানে ভাটার বৈধ কাগজপত্রাদি না থাকায়, ফসলি জমি ব্যবহার, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোসহ নানাবিদ অপরাধে ৮টি ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আমিরুল আরাফাত। এসময় কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ – পরিচালক মো. আতাউর রহমানসহ জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী বৃন্দ, র্যাব, পুলিশসহ প্রমূখ

উপস্থিত ছিলেন।

অর্থদণ্ড প্রাপ্ত ভাটাগুলো হলো-এআরবি ব্রিকস, এমএমএ ব্রিকস, এবিসি ব্রিকস, এমএসবি ব্রিকস, কেআরবি ব্রিকস, আরজেডবি ব্রিকস, এসএএন ব্রিকস, এইচ আর বি ব্রিকস।

এ ব্যাপারে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি), মো. আমিরুল আরাফাত বলেন, বৈধ কাগজপত্রাদি না থাকায়, কৃষি জমি ব্যবহার, কয়লার বদলে কাঠ পোড়ানো সহ নানাবিদ অপরাধের দায়ে আট ভাটা মালিককে ২০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে সব গুলো ভাটায় অভিযান চালানো যায়নি। পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ ভাটায় অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ – পরিচালক মো. আতাউর রহমান বলেন, অবৈধ ভাটা উচ্ছেদে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন তাঁরা। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারনে চরসাদিপুরে এক্সক্যাভেটর দিয়ে ভাটা গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়না।